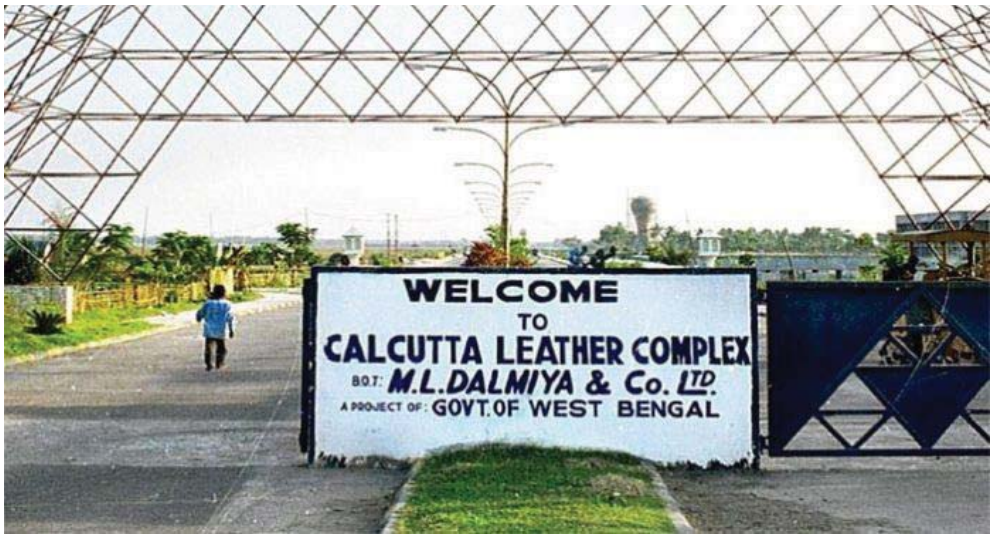
বানতলা চর্মনগরীঃ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ একটি চর্মশিল্পকেন্দ্রের বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, শ্রমিকস্বার্থ ও ভবিষ্যৎ বিষয়ক একটি সমীক্ষা

মহম্মদ মাসুদ আখতার

সারসংক্ষেপঃ চর্মজাত পণ্যের উৎপাদনের নিরিখে ভারতের স্থান পৃথিবীতে চতুর্থ, বিশ্বব্যাপী মোট উৎপাদনের প্রায় ১২.৯৩ শতাংশ উৎপাদিত হয় এখানে। চীন, ব্রাজিল, রাশিয়ার পরেই ভারতের অবস্থান। দ্য কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টস-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবর্ষে ভারত থেকে ৪.৬৪ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার (২০১৮-২০১৯ অর্থবর্ষে এই পরিমাণ ছিল অবশ্য ৫.৬৯ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার) মূল্যের চর্মজাত পণ্যের রপ্তানি হয়েছে। গত বেশ কয়েক বছর ভারতের GDP–র ক্ষেত্রে চর্মজাত পণ্যের অবদান প্রায় ১% এবং জুতা প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির অবদান প্রায় ২%। পরিসংখ্যান প্রমাণ দেয় চর্মশিল্প ভারতের অন্যতম প্রধান একটি অর্থ উপার্জনকারী ক্ষেত্র। ভারতবর্ষের মধ্যে তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বানতলাকে কেন্দ্র করে ১৯৯৬ সালে কলকাতাকেন্দ্রিক চর্মশিল্পের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নীতির আরোপ এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের কানপুরের চর্মশিল্পের উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য ওই সকল স্থানের বেশ কিছু চর্ম ব্যবসায়ী এখন বানতলামুখী। বানতলার সামনে এখন এশিয়ার সর্ববৃহৎ চর্মনগরী হওয়ার

হাতছানি। বিগত দু'দশকে বানতলা কতটা এগিয়েছে তার স্বপ্নের দিকে, পাশাপাশি কী কী অন্তরায় আছে এখানে সেই বিষয় নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধ।



সুচকশব্দঃ চর্মনগরী, বানতলা, তোপসিয়া-ট্যাংরা-তিলজলা, ট্যানারি, কর্মসংস্থান, বিশ্ববাজার।

তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ- এই তিনটি রাজ্য[i] ভারতবর্ষে চর্মশিল্পে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ ট্যানারি এই তিনটি রাজ্যে গড়ে উঠেছে।[১] স্বাভাবিক ভাবেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকাতে এই তিনটি রাজ্যের অবস্থান। কলকাতা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ট্যানারি কেন্দ্র। সমগ্র দেশের এক- চতুর্থাংশ চামড়া কারখানা এখানে গড়ে উঠেছে। এখানে নির্মিত চামড়াজাত পণ্য ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদির চাহিদা শুধুমাত্র দেশব্যাপী নয়, সমগ্র বিশ্বব্যাপী। চামড়ার জুতো, গ্লাভস, ব্যাগ ও বেল্ট চাহিদার তালিকার উপরের দিকে অবস্থান করে সর্বদা। কলকাতা সংলগ্ন এলাকাতে ৫০০ টির বেশি ট্যানারি, ১৫০০ এর মতো চামড়া দ্রব্যাদি তৈরির ক্ষুদ্র প্রকল্প, কমবেশি ২৫০ টি গ্লাভস তৈরির কারখানা এবং ৩০০০ এর মতো জুতো তৈরির কারখানার অবস্থান ছিল ২০০০ সালের প্রথম দিকে।[২]

চামড়া কারখানা নিঃসৃত বর্জ্য ও তদ্‌জনিত দূষণ একটি জটিল বিষয় ও পরিবেশের সামনে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জের বিষয়। ট্যানারি গুলির দূষণ কার্যের জন্য সুপ্রিম কোর্ট-এর বিরুদ্ধে একটি PIL (Public Interest Litigation)[ii] ফাইল করা হয়। স্বাভাবিক ভাবে ট্যানারি মালিক ও সরকার (রাজ্য

ও কেন্দ্র)- উভয়েই নড়েচড়ে বসে।বিকল্প পদ্ধতি ও পন্থার সন্ধান করতে থাকে। শহরাঞ্চল ও লোকালয় থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে ট্যানারি গড়ে তোলা ও চামড়ার দ্রব্যাদি নির্মাণের প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহন করে। মূলতঃ সুপ্রিম কোর্টের পরিবেশ রক্ষা ও জনস্বার্থ সংক্রান্ত রায়ের জন্যই বিকল্প স্থানের সন্ধানে গড়ে ওঠে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স। কলকাতা থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে।[৩] ফলে সহজেই কিছু ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। আগ্রার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। ভারতের অন্যতম ঐতিহ্যশালী স্মারক তাজমহলকে রক্ষার জন্য ট্যানারি গুলিকে আগ্রা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার পক্ষেই রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

১৯৯৬ সালে তোপসিয়া, ট্যাংরা, পার্কসার্কাস, তিলজলার সব ট্যানারি সরিয়ে আনা হয় বানতলাতে। এই শিল্প তালুক গড়ে ওঠে বাম আমলে। ১১৫০ একর জমিতে পরিকাঠামো গড়ে তোলার দায়িত্ব পায় এম. এল. দালমিয়া এন্ড কোম্পানি। পরবর্তীকালে এর চেহারা ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। তৃণমূল সরকার আসার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিকাঠামোগত উন্নতিতে দৃষ্টি দেয় মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টার প্রিনিয়রস (এম. এস. এম. ই) দপ্তর।[৪]

গ্রন্থ পযালোচনাঃ

১৯৯১ সালের নতুন শিল্প নীতি ভারতীও শিল্পউৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়েছে। (V. Joshi, India's Economy Reform 1991-2001, Oxford University Press, 2018) অবশ্য ১৯৯০ পরবর্তী সময়কালে চর্মশিল্প নানা প্রতিবন্ধকতাকে প্রত্যক্ষ করেছে (B. Debroy, Smail Scale Industry in India, Academic Foundation, 2004) এর অন্যতম প্রধান কারন প্রকৃতি, পরিবেশ ও দূষণ সম্পর্কিত (H.S. Mukharjee, Industrial Marketing, Excel Books, 2014) বর্তমানে ভারত সরকার চর্মশিল্পকে "Make in India" প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে এর অগ্রগতি ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছে। অবশ্য তা কতখানি সার্থক হবে তা ভবিষ্যৎ বলবে (S. Gupta, Make in India or Trade in India, Independently Published, 2020)।

কর্মসংস্থানের দিশারীঃ

ভারতে ৪-৫ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান হয় চর্মশিল্পের মাধ্যমে। স্বাভাবিকভাবে দেশের সার্বিক কর্মসংস্থানের বিষয়টিও এর উপর নির্ভরশীল। 'ইণ্ডিয়ান ফুটওয়্যার লেদার অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' (IFLODP) কর্মসূচিতে ২৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। বানতলায় ৪০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে পরিকল্পনায় রয়েছে আরও অনেক কিছু।

যেমন- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডিজাইন ও টেস্টিংল্যাব, ৬০ টি নতুন ফুটওয়্যার ইউনিটের পরিকল্পনা, ৫০ টি লেদার গুডস ইউনিট, লেদার পার্ক ইত্যাদি। ছাঁট চামড়ার কাজে যুক্ত ছিলেন যারা, তাদের জন্যও সমবায় প্রকল্পের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে এখানে।

জুলাই, ২০১৯ বানতলায় 'লেদার হাব'-এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকল্পের নামকরন করেন 'কর্মদিগন্ত'। বর্তমানে ২ লক্ষের বেশি মানুষ যুক্ত চর্মনগরীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। এই সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং জানিয়েছেন, "৮০ হাজার কোটি টাকার লগ্নি হবে বানতলার চামড়া শিল্পে। কাজ পাবে আরও ৫ লক্ষ মানুষ।"[৬] তিনি আরও দাবি করেন যে, "দেশে যেখানে বেকারত্ব বাড়ছে প্রতিনিয়ত, সেখানে এ রাজ্যে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ কমবে।" বানতলাতে তিনি ১১ টি নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

নবান্ন থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বানতলা লেদার কমপ্লেক্স ৩৬০ টি ট্যানারি আছে (২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। আরোও অনেক নতুন ট্যানারি এখানে আসতে চাইছে। চর্মশিল্পে বিনিয়োগের জন্য চেন্নাই, কানপুর থেকে বিনিয়োগকারীরা রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তারা এখানে ট্যানারি নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে বানতলায় ১০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল।[৭] জুতো ও চামড়ার দস্তানার জন্য ছিল মূলতঃ এই উদ্যোগ। কিন্তু রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমি দিতে না পারায় সেই বিনিয়োগ হাতছাড়া হয় রাজ্যের।

ইতিমধ্যে ১৮৭ জনকে জমি দিয়েছে রাজ্য সরকার। ২০১৯ সালের বৈঠকে স্থির হয় যে, পরে যেসকল ব্যবসায়ী/বিনিয়োগকারীরা আসবেন, তাদেরও জমির কেনা দামের উপর ইনসেন্টিভ দেওয়া হবে। মূলতঃ বিনিয়োগ টানতেই রাজ্য সরকারের এই ঘোষণা। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে, বানতলা চর্মনগরীকে ঢেলে সাজানো হবে। বানতলার এই 'কর্মদিগন্ত' আগামীতে ভারতের চর্মশিল্পকে দিশা দেখাবে বলেও তিনি দাবি করেন। বানতলা চর্মনগরী থেকে ব্যাগ, জুতো, জ্যাকেট এবং অন্যান্য চামড়ার পণ্য গুলি আরও অধিক পরিমানে উৎপাদন ও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এর ফলে চামড়া শিল্পের পাশাপাশি ওই এলাকার মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হবে, এই আশা রাখা যায়।

২০০৮-২০০৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বানতলা চর্মনগরীর কাজ পরিচালনায় ব্যস্ত ছিল ২০১ টি ট্যানারি। এই ট্যানারিগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়- অতিক্ষুদ্রও, ক্ষুদ্র, মাঝারি। একমাত্র বৃহৎ ট্যানারি হিসাবে তালিকাতে নাম ছিল আলম ট্যানারির।

Sampling Scheme Based on Area Allotted Tanneries at CLC.

Category	Area (Sq. m.)	Sample Size	Sample Proportion (in percent)
Tiny	Less than 1000 Sq. m.	12	24
Small	1000-2500 Sq. m.	16	19
Medium	2500 Sq. m. And above	11	18
Large	18,563 Sq. m.	1	100
Total		40	20

Source: Survey Report by Shodh Ganga : a reservoir of Indian Thesis, 2008-2009.

২০১০-১১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চর্মনগরীতে ট্যানারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৮৮। ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৬০। বর্তমানে (২০১৯-২০) এই সংখ্যা ৫৩০ অতিক্রম করেছে।[৮] অর্থাৎ ট্যাংরা, তপসিয়া, তিলজলার বিকল্প চর্মনগরী হিসাবে গড়ে ওঠা এই চর্মনগরী তার লক্ষ পূরণে অনেকাংশই সফল যা পরিসংখ্যান বলে। কলকাতা কেন্দ্রিক চামড়াজাত পণ্যের ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনার জন্য চর্মনগরী স্থাপনের পূর্বের চিত্র সম্পর্কে ধারণা থাকলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।

২০১৫ সালের ৬ ডিসেম্বর বানতলা লেদার কমপ্লেক্স ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। আগুন লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তিন শ্রমিকের। একজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এলাকাতে উত্তেজনা ছড়ায়। বাকি শ্রমিক ও স্থানীয় মানুষ আগুন নেভাতে সাহায্য করে। পরে শ্রমিকেরা অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করে (Zee নিউজ, ২৪ ঘণ্টা, ৭ ডিসেম্বর ২০১৪)। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই সেপ্টিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায় তিন শ্রমিক (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ ডিসেম্বর ২০১৫)। ২০১৯ এর আগস্ট মাসে চর্মনগরীর এক কারখানা থেকে এক মহিলা শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ (বর্তমান পত্রিকা, আগস্ট ২০১৯) ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২১, পাইপলাইনে রঙের কাজ করতে নেমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের। গুরুতর অসুস্থ আরও দুই শ্রমিককে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় (হিন্দুস্থান টাইম্‌স বাংলা, ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২১)।

Process wise Distribution of Tanneries in Old Complex

Process / Location	Raw to finish	Raw to Wet Blue	Wet Blue to Finish	Semi finish to finish	Bag	Total
Tangra	250	6	6	1	4	267
Tiljala	202	7	5	4	5	223
Topsia	42	3	3	0	0	48
Total	494	16	14	5	9	538

Source: Central Leather Research Institute, Report 1993.

State wise Distribution of Tanneries in Old Complex

State	Number of Tanneries	% of Tanneries	Production Places	Leather Footwear Units	Leather garments & leather goods Units
Tamil Nadu	934	44.6	Chennai, Amber, Ranipet, Vaniyambadi, Trichi, Dindigul	160	598
West Bengal	538	25.7	Kolkata	230	436
Uttar Pradesh	378	18	Kanpur, Agra, Noida	268	22
Maharastra	33	1.6	Mumbai	20	48
Karnataka	16	0.8	Bangalore	48	40
AP	24	1.15	Hyderabad	128	10
Punjab	79	3.8	Jalandhar	163	8
Haryana	18	0.8	Ambala, Karnal, Gurgaon, Panchkula	30	1

Source: Central Pollution Control Board, Council of Leather Exports (2018-19)

শ্রমিকদের অবস্থানঃ

যেকোনো শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বানতলাতেও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাথমিক পর্বে এখানে কর্মরত শ্রমিকদের কম-বেশি ৭০ শতাংশ ছিল স্থানীয়। কর্মচ্যুত, ভূমিহীন মানুষের একটি বড় অংশ এখানে কাজে যোগ দেয়। ভাঙ্গড়-১ ও ভাঙ্গড়-২ নম্বর ব্লকের লোকজনই ছিল তার মধ্যে বেশি অংশ। আর বাকি ৩০ শতাংশ শ্রমিক আসত পুরানো চামড়া কারখানাগুলি থেকে। এই মোট শ্রমিকের অধিকাংশই ছিল 'অদক্ষ।' এদের মধ্যে ২৯ শতাংশ দাবি করে তারা ট্রেনিং প্রাপ্ত। পূর্বের কাজের অভিজ্ঞতাকেই তারা দক্ষতার মাপকাঠি বা ট্রেনিং প্রাপ্তির সমতুল্য মনে করে।

ধীরে ধীরে এই চিত্রটি বদলাতে থাকে। কাজের পরিধি বাড়ার সাথে সাথে শ্রমিকের চাহিদা বাড়তে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পেরিয়ে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রচুর সংখ্যায় মানুষ কাজের সন্ধানে এখানে আসতে থাকে। এদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ বিভিন্ন কর্মমূলক প্রকল্পে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ট্রেনিং এর আওতায় আনা হয়। ফলে তারা 'দক্ষ' শ্রমিকের মর্যাদা পায়। অবশ্য এই দক্ষতা তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। অধিকাংশ শ্রমিকই চুক্তি ভিত্তিক।[৯]

২০০৮-২০১৮: শ্রমিকদের সংখ্যা ও অবস্থানগত পরিবর্তন

বিষয়	প্রথমিক পর্ব	বর্তমান পরিস্থিতি
স্থানীয় শ্রমিক	৭০ শতাংশ	৪০ শতাংশ
পুরানো শ্রমিক	৩০ শতাংশ	৬০ শতাংশ
ট্রেনিং প্রাপ্ত	২৯ শতাংশ	৫৭ শতাংশ
চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক	অধিকাংশ	অধিকাংশ

সূত্রঃ প্রাথমিক সমীক্ষা

শ্রমিক মৃত্যু ও শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনার দৃষ্টান্ত আছে বেশ কিছু। ৮ই জুলাই, ২০২০ মাসের পর মাস বেতন না পেয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় বানতলার কিছু শ্রমিক। ঐ দিন সকাল থেকে শ্রমিকরা এম. এল. দালমিয়া অফিসের সামনে ধর্নায় বসেন প্রথমে। পরে তারা বানতলা শিল্পনগরীর ২ নম্বর গেট বন্ধ করে প্রতিবাদে সামিল হন। বিক্ষোভ দেখালেও মালিক বা সরকার পক্ষের কেউ সেখানে গিয়ে কথা বলেননি।

শ্রমিকদের দাবি অনুযায়ী তারা সকলেই জমিহারা। বানতলা শিল্পনগরী গড়ে ওঠার সময়ে তাদের মধ্যে অনেকেই জমি দিয়েছিলেন। সেই সময় লেদার কমপ্লেক্স থানায় ২৮ জন, ইলপাতে ৬১ জন ও বানতলা আই. টি. পার্কে ৪৮ জনকে কাজে নেওয়া হয়। আই. টি. প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয় ২০১৫ সালের পর। সত্যম কম্পিউটরস্ এর মত প্রোজেক্ট বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অনেকেই কাজ হারায়।[১০] বর্তমানে চর্মনগরীর মধ্যে কগনিজেন্ট এর মতো মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন অবস্থিত। বেশ কয়েকটি আই. টি. প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু সার্বিক পরিকাঠামোর অভাবে তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।

রোসানে হোয়েফি আই. সি. এন.-এর পক্ষ থেকে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে ভারতের চর্মশিল্প ও শ্রমিকদের উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টের মধ্যে কলকাতা সংলগ্ন চামড়া কারখানাগুলির শ্রমিকদের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ছিল। বেশ কিছু শ্রমিকের ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও এই রিপোর্টে স্থান পেয়েছে। রামসাগর দাস বিহারের মুজফ্ফরপুর থেকে মাত্র আঠারো বছর বয়সে কলকাতায় আসে। কলকাতার বিভিন্ন চামড়ার কারখানাতে তিনি দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে চলেছেন। তিনি চর্ম শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বও দিয়েছেন বেশ কয়েক বছর। চর্মনগরীতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর তপসিয়া, তিলজলা, ট্যাংরার প্রচুর শ্রমিক কাজ হারায়। কোন আগাম বিবৃতি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই অনেকে বেরোজগার হয়ে পড়ে।[১১] শ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা তারা বেশিরভাগই অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক।

শ্রমিক অসন্তোষ মেটানোর উদ্দেশ্যে চর্মনগরী কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে বেশ কয়েকমাস কারখানা বন্ধ ছিল। বানতলার চর্মনগরীর জেনারেল সেক্রেটারি ইমরান খানের উদ্যোগে শ্রমিকদের অর্থ সাহায্য করা হয়। বর্তমানে কারখানা গুলি আবার চালু হয়েছে, শ্রমিকদের অধিকাংশই কাজে যোগ দিয়েছে। শ্রমিকদের একাংশের বক্তব্য অনুযায়ী অভিযোগ বা ক্ষোভ থাকলেও অন্যত্র তেমন কোনো সুযোগ নেই কাজের। ফলে বানতলা চর্মনগরীই আপাতত তাদের ভরসা।

দূষণ অন্যতম প্রতিবন্ধকতাঃ

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা লেদার শিল্পে বিনিয়োগের জন্য গত বেশ কয়েক বছর ধরে চেন্নাই, কানপুর থেকে বিনিয়োগকারীরা এসেছেন। ট্যানারি নির্মাণেও তারা আগ্রহ দেখিয়েছেন। কিন্তু এখানে চাহিদামতো পরিশোধনাগার তৈরি না

হওয়ায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের পর্ষদ তাদের অনুমোদন বাতিল করেছে। এরপরই রাজ্য সরকার নড়ে চড়ে বসে। রাজ্য সরকারের তরফে একটি বৈঠক ডাকা হয়। উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সহ কে. এম. ডি. এ. কর্তাব্যক্তিরা।[১২]

অবশ্য লেদার কমপ্লেক্সের কর্মকাণ্ড শুরুর প্রথম দিকে এখানে চারটি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ইটিপি) তৈরি করা হয়েছিলো। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে এর পাইপগুলি অনেক জায়গাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। দীর্ঘদিন ব্যবহারের এর পাইপগুলি অনেক জায়গাতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ঐ চারটি প্লান্টের সংস্কার ও আধুনিক উপকরণের প্রয়োগে দূষণকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। ২০১৯ সালে আরো চারটি নতুন প্লান্ট নির্মাণের জন্য ভাবনা চিন্তা শুরু করে রাজ্য সরকার।[১৩] সিদ্ধান্ত হয়, যেসব সংস্থা এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বা পরিশোধন প্লান্ট নির্মাণে বিশেষজ্ঞ, তাদের ডাকা হবে। এর জন্য গ্লোবাল টেণ্ডার ডাকার নির্দেশও দেওয়া হবে।

এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টে বর্জ্য তরল পরিশোধন করার পরও খুবই সামান্য পরিমাণ দূষিত পদার্থ থেকে যায়। লেদার কমপ্লেক্স বর্জ্য তরল থেকে পরিবেশ যাতে একদম দূষিত না হতে পারে, তার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চর্মনগরীর উন্নতির জন্য কে. এম. ডি. এ.- কে ৫৪০ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য দিচ্ছে রাজ্য সরকার।প্রথম ধাপে ৩৬২ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় ধাপে ১৭৮ কোটি টাকা। ট্রিটমেন্ট প্লান্ট থেকে বের হওয়া বর্জ্য তরল লেদার কমপ্লেক্স এর আশেপাশে কোনও নদী বা জলাশয়ে ফেলা হবে না। ২৪ কিলোমিটার দূরে যেখানে নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, সেখানে পরিশোধিত বর্জ্য তরল ফেলা হবে। সামান্য মাত্রায় যে দূষিত পদার্থ থাকবে, তা নদী হয়ে সাগরে চলে যায়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ট্রিটমেন্ট প্লান্টে পরিশোধনের পর ৯০ শতাংশের বেশি দূষিত পদার্থ পরিশোধিত হয়ে যাবে বলে দাবি করেছিলেন অমিত মিত্র।[১৪] তিনি আরোও জানিয়েছেন, এই সব ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে বানতলা লেদার কমপ্লেক্সের বর্জ্য তরল থেকে দূষণ সৃষ্টির কোনও আশঙ্কা থাকছে না।

বানতলা চর্মনগরীকে বিশ্বমানে উন্নত করতে যখন একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী, তখন চর্মনগরীর ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে চামড়া পোড়ানোর অবৈধও চুল্লির দূষণে জেরবার স্থানীয় মানুষজন। বানতলার আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে যেভাবে শতাধিক চুল্লি থেকে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এ নিয়ে স্থানীয়দের বিক্ষোভ প্রতিবাদেও কিছু হয়নি বলে একাংশের অভিযোগ। অনেকে প্রশাসনের গাফিলতির দিকেও আঙুল

তুলেছেন। অভিযোগ, স্থানীয় নেতৃত্বের মদতে দিনের পর দিন চলছে বেআইনি কাজ কারবার। ফলে যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বানতলাকে ঢেলে সাজাতে চাইছে, তাতে একফোঁটা চোনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ছোট ছোট চর্ম ব্যবসায়ীদের বেআইনি ভাঁটিগুলি।[১৫] অভিযোগটা মূলত তাড়দহ, নারায়াণপুর, বেওতা, বামনঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের। তাদের বক্তব্য, কয়েক বছর আগেও বাসন্তী রাজ্য সড়কের দু'পাশে চামড়ার ছাঁট পোড়ানোর চুল্লি বা ভাঁটি ছিলো। ইদানিং গ্রামের ভিতরেও একাধিক ভাঁটি তৈরি হয়েছে। রাত-দিন যেখানে ছাঁট চামড়া পুড়িয়ে সার তৈরি হচ্ছে। সেই চামড়া পোড়ার বিষাক্ত কালো ধোঁয়া ও ছাই গিয়ে পড়ছে আশেপাশের গ্রামে। কালো বিষাক্ত ধোঁয়ার শ্বাসকষ্টে ভুগছেন অনেকে। চাষবাসে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে।

ট্যানারি অ্যাসোসিয়েশানের সাধারণ সম্পাদক ইমরান আহমেদ খান বলেন, "বানতলা চর্মনগরীর বাইরে চুল্লি জ্বালিয়ে অবৈধ কাজকর্ম করছেন এমন পঞ্চাশ জন ছোট ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। চর্ম নগরীর ভিতরে আন্দুলগোড়ি মৌজায় সেই কাজ শুরু হয়েছে। তবে আমাদের তালিকার বাইরেও বহু মানুষ এই অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাঁরাই পরিবেশ দূষণ করছেন। আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়েছি।"

গত কয়েক বছরে যেভাবে বানতলার আকাশ-বাতাস-মাটি-জল দূষিত হচ্ছে, তাতে অশনি সংকেত দেখছেন এলাকার কৃষকরা। দূষণের গ্রাসে শুকিয়ে যাচ্ছে মাঠের শাক-সব্জি, মরছে ভেড়ির মাছ। ফুসফুসে ঢুকছে বিষ বায়ু। দূষণ থেকে বাঁচতে গত বছরও পথে নেমেছিলেন এলাকার মানুষজন। রাস্তা অবরোধ করেও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পরিস্থিতি এখন অনেকটাই বদলেছে বলে দাবি করেছেন ভাঙ্গড় ১ নং ব্লকের বিডিও সৌগত পাত্র। তিনি জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে বৈঠক করে অবৈধ চুল্লি বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।[১৬]

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতি, সদস্য সচিব এবং অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকবৃন্দ ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে বানতলা চর্মনগরী পরিদর্শন করেন। ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স ট্যানারস অ্যাসোসিয়েশন ও পশ্চিমবঙ্গ পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের (West Bengal Industrial Development Corporation) আধিকারিক বৃন্দের সাথে ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থগুলিকে সুরক্ষিতভাবে জমিয়ে রাখার ব্যবস্থাপনা (Secured land Filling system) বর্জ্য চামড়ার সঠিক নিস্পত্তিকরন, তরল বর্জ্যের নিকাশী ব্যবস্থা, ক্ষতিকারক বর্জ্যের নিয়মিত অপসারণ, সি. ই. টি.

পি.-র রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে বিষদ আলোচনা হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং দমকল, জরুরী পরিসেবা ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ ও কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে ঐ সমস্ত বিষয় নিয়ে একটি বৈঠক করেন।[১৭] উক্ত বৈঠকে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ দূষণ প্রতিরোধে সর্বস্তরের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য বানতলা চর্মনগরীর শ্রীবৃদ্ধি।

কানপুর থেকে কলকাতাঃ

কানপুরের চামড়া ব্যবসা যখন গুটিয়ে আসছে, তখন বাংলার এই শিল্প তালুক আশা জাগাচ্ছে গোটা দেশকে। কর্মসংস্থান ও বিশ্ববাজার দখলে এক নম্বর হয়ে উঠতে চলেছে বানতলা চর্মনগরী। একসময় কলকাতার তোপসিয়া বা ট্যাংরার মতই জমজমাট চর্মশিল্পের কেন্দ্র ছিল কানপুরের জাজমৌ জনপদ। বছরে ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যবসা হতো সেখানে। ২০১৮ সালের মে মাসে উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকার নিদান দেয়, কুম্ভমেলার জন্য বন্ধ রাখতে হবে জাজমৌয়ের সব ট্যানারি। গঙ্গার জলে চামড়ার দূষণ করা চলবে না।[iii] প্রথমে তিন মাসের জন্য বন্ধ করার আদেশ দিলেও পরে তার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতই মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। আর এর পরেই কানপুরের চামড়া ব্যবসায়ীরা কলকাতার দিকে মুখ ঘোরান।[১৮]

জুলাই, ২০১৯ বানতলা চর্মনগরীর নতুন কিছু পরিকল্পনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ চামড়া ব্যবসায়ীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন কানপুর, চেন্নাইয়ের অনেক চামড়া ব্যবসায়ীরা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১৮৭ জন চামড়া ব্যবসায়ীর হাতে জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়। 'কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স ট্যানারস এসোসিয়েশন'-এর সাধারণ সম্পাদক ইমরান আহমেদ খানের বক্তব্য অনুযায়ী "আগে এতটা সুযোগ-সুবিধা ছিল না এখানে। এখন পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতিতে কাজের সুবিধা হয়েছে। চেন্নাই, কানপুর থেকে আসতে চাইছেন অনেকেই এখানে।" ইমরান আরও বলেছেন, "তাই যত দিন যাচ্ছে, বানতলার চামড়া শিল্পের ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল হচ্ছে।" এর কারণ হিসাবে ইমরানের ব্যাখ্যা, "এখানকার 'ফিনিশড' চামড়ার বিশ্বের বাজারে চাহিদা রয়েছে। ফলে অনেক শিল্পোদ্যোগী বানতলায় আসতে আগ্রহী। আর ট্যানারি ইউনিট যত বাড়বে প্রয়োজন হবে তত বেশি শ্রমিকের, ফলে কাজ পাবেন বহু মানুষ।[১৯]

বানতলাকে ঘিরে আগামী দিনের শিল্প সম্ভাবনা যে অনেক উজ্জ্বল তা মনে করেন এখানকার বেশিরভাগই শিল্পোদ্যোগী। 'ভিনিত গ্লাভস ম্যানুফ্যারচারিং প্রাইভেট লিমিটেড'-এর জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জয়কুমার জৈন এর মতানুযায়ী, "আরও ইউনিট এখানে এলে প্রতিযোগিতা বাড়বে ঠিকই। কিন্তু বিশ্বের বাজারে 'ফিনিশড' চামড়ার চাহিদা বাড়ছে। তাই উৎপাদন বৃদ্ধির এই সুযোগ সবাই নেবে। আর কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে।" অবশ্য 'ফিনিশড লেদার' প্রস্তুতকারী সংস্থা 'আসলাম ট্যানিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' এর কর্নধার শাহিদ পারভেজের দুশ্চিন্তা অন্য কারণে। চামড়া রপ্তানির বাজারে বানতলা এগিয়ে রয়েছে সারা দেশেই। সমস্যা হল ওই 'ফিনিশড লেদার' রপ্তানিতে নানারকম বাধানিষেধ রয়েছে কেন্দ্রের। পারভেজ বলেন, "ডি জি এফ টি নিয়ম বহু পুরানো।[iv] এখনই এর পরিবর্তন করা দরকার। এখন বিদেশে যে ধরনের চামড়ার চাহিদা তা উৎপাদন করতে গেলে বাদ সাধছে কেন্দ্রের ওই নিয়ম। অথচ পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে এই ধরনের নিয়ম নেই। ফলে তারা অধিক পরিমাণে রপ্তানি করতে সমর্থ হচ্ছে। আমরা মামলাও করেছি। তাছাড়া চেন্নাইয়ে একমাত্র ল্যাবরেটরি থাকায় অনেক দেরি হয় ছাড়পত্র পেতে। বিদেশের বরাত বাতিলও হয়ে যায় অনেক সময়।"[২০] এই সকল অবস্থার পরিবর্তন ঘটালে চর্মশিল্প আবার তার পুরানো চেহারা ফিরে পাবে আশা করা যায়।

২০১৮ সাল- অন্যতম সুযোগের সন্ধানঃ

বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার জেরে আমেরিকায় চিনা চর্মজাত পন্নের আমদানি চাপের মুখে পড়ে ২০১৮ সাল নাগাদ। পড়ে পাওয়া সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লাভের চোদ্দো আনা ঘরে তুলতে মরিয়া ভারতীয় চর্মশিল্প মহল। সুযোগ কাজে লাগাতে তৎপর হয়েছিলেন আমাদের চর্মব্যবসায়ীরাও। আমেরিকা ও চিনের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ এখনও বহাল। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তে অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি সে দেশে আমদানি করা চিনা চর্মপণ্যের শুল্কও বাড়তে থাকে। আর সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই আমেরিকার বাজারে থাবা বসাতে চেয়েছিল রাজ্যের ব্যবসায়ীরা। তখনও পর্যন্ত ভারতীও চর্মপন্যের উপর কোন অধিক আমদানি শুল্ক বসেনি।

২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ভারত থেকে ৬৫ জন চর্ম ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি দল আমেরিকায় যায়। তাতে এ রাজ্যের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। নিউইয়র্ক সহ বেশ কয়েকটি শহরে সে দেশের আমদানিকারীদের সাথে বৈঠক হয়। ভারতীয় শিল্প মহলের সামনে চামড়া দিয়ে তৈরি ব্যাগ, জুতো, বেল্ট-সহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ এসে যায়।[২১]

কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টের পূর্বাঞ্চলের চেয়ারম্যান রমেশ জুনেজা বলেন, বিভিন্ন চিনা চর্মজাত পণ্যের উপরে আমেরিকায় আগে থেকেই ৮%-৯% আমদানি শুল্ক ছিল (২০১৮ শালের পূর্বে)। নয়া বাণিজ্যনীতির ফলে সেগুলির উপরে আরোও ১০% শুল্ক চাপানো হয়। ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে অতিরিক্ত আরোও ১৫% শুল্ক বসে। ফলে চিনা চর্মজাত পণ্যের উপরে মোট আমদানি শুল্ক গিয়ে দাঁড়ায় ৩২%-৩৪%। সেখানে ভারতীয় চর্মজাত পণ্যের উপর তখনও পর্যন্ত কোন অধিক শুল্ক ধার্য করা হয়নি। জুনেজার বক্তব্য, চড়া শুল্ক দিয়ে কোনও বিদেশি সংস্থাই আমদানি করতে চায় না। ফলে আমেরিকায় চর্মপণ্যের বাজার বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছিল ভারতের সামনে, পাশাপাশি এ রাজ্যের ব্যবসায়ীদের কাছেও।

দেশের চর্মপণ্যের রপ্তানিকারী সংস্থাগুলির বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ পর্বে আমেরিকায় রপ্তানি অনেকটাই বাড়াতে পেরেছিল ভারতীয় চর্ম ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তাতেও আমেরিকায় চর্মজাত মোট পণ্যের আমদানিতে ভারতের অংশ ছিল ২ শতাংশ। ২০১৮ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪,৭২১ কোটি টাকার চর্মজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিলো। আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল এর মধ্যে ৬০০ কোটি টাকার চর্মজাত পণ্যও।[২২]

চর্মনগরীতে করোনার থাবাঃ

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ছাড়াও ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি-সহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয় বানতলা চর্মনগরীতে উৎপাদিত চর্ম সামগ্রী। কিন্তু সমস্যার উদ্রেক হয়েছে করোনা আবহে। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে চিনের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ছিল। এই পরিস্থিতিতে বানতলা চর্মনগরীর ব্যবসায় ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়। বিভিন্ন ধরনের চামড়াজাত পণ্য এখানে প্রস্তুত হলেও এর বেশ কিছু কাঁচামাল আসে চিন থেকে চিনের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ে। তৈরি সামগ্রী যা আছে, সেগুলিও অন্য দেশে রপ্তানি করতে সমস্যা হচ্ছে বলে জানান অনেক ব্যবসায়ী।[২৩]

বানতলা চর্মনগরীর ব্যবসায়ী তাহির ঘুরশিদ, শাহিদ পারভেজ বলেন, কাঁচা চামড়া শোধনের জন্য মূলত সোডিয়াম সালফেট ও চাইনিজ সোডা লাগে। চিন থেকে এই কাঁচামালগুলি আসে। এখন কাঁচামালের আমদানি বন্ধ থাকায় চামড়া শোধন করা যাচ্ছে না। ফলে 'ফিনিসড লেদার' দিয়ে জিনিসপত্র প্রস্তুত হচ্ছে না। পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলেও তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

ইতালিতে বানতলা চর্মনগরীর চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এখন সেখানেও করোনা প্রভাবে সব কিছু স্থগিতও। বাজার, শপিং মল সর্বত্র তালা ঝোলানো। বানতলা চর্মনগরীর ট্যানারি এসোসিয়েশনের এক কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, "সারা বছর এখান থেকে যে পরিমাণ মাল রপ্তানি করা হয়, এক ধাক্কায় তা অনেকটাই কমে গিয়েছে। এরকম চলতে থাকলে চর্মশিল্প ভীষণভাবে মার খাবে। অনেকেই কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবেন।" করোনা পরিস্থিতিতে চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে ভারত ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন ডলার। সারা বছরে যেখানে ৫.৫-৬ বিলিয়ন ডলারের চর্মজাত পণ্য রপ্তানি হয়, এবার তার পরিমাণ অনেকটাই কমেছে। বানতলা চর্মনগরী এবং উত্তরপ্রদেশের উন্নাও চর্মশিল্প কেন্দ্র পুনরায় খোলার জন্য সরকারের তরফে অনুমতি পেয়েছে মে মাস নাগাদ। আর. জুনেজা বলেছেন- "অধিকাংশ কর্ম প্রতিষ্ঠানই বন্ধ ছিল বেশ কয়েকমাস। উন্নাও এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক নিয়ে আবার কাজ শুরু করেছে। পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক না হওয়ায় বানতলাতে অসুবিধা হচ্ছে। তবে উৎপাদন শুরু করা হয়েছে।"[২৪] আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন এবং জার্মানি থেকে পাওয়া কাজের বরাত গুলি হয় বাতিল হয়েছে, নয়তো স্থগিত আছে। অনেকে পাওনা টাকা মেটাতেও দেরি করছে। নতুন কাজের বরাত যেগুলি আসছে সেখানে টাকার অঙ্ক পূর্বের তুলনায় অনেকটাই কম। ফলে আগের জায়গাতে ফিরতে বানতলার হয়তো এখনও অনেকটাই সময় লাগবে।

বিগত কয়েক বছরে চামড়াজাত পণ্য ব্যবসার হাল-হকিকতঃ

ইমরান আহমেদ খান, জেনারেল সেক্রেটারি, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, এর বক্তব্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে চর্মশিল্প ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এক্ষেত্রে মালিক শ্রেণির থেকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিক শ্রেণি। রাজাবাজার, বেলডাঙার হাটগুলোতে গেলে পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট আঁচ পাওয়া যাবে। প্রতি শনিবার যে বাজার বসতো তা এখন প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। যে মানুষগুলো কাঁচা চামড়া থেকে ফিনিসড লেদার তৈরি পর্যন্ত যাবতীয় কাজের সাথে যুক্ত ছিল তারা কাজ হারাচ্ছে।

আলম আনসারি, জেনারেল সেক্রেটারি, হাইড অ্যান্ড সিফন ট্রেডার আসোসিয়েসন, বলেছেন- কলকাতায় কম-বেশি ৫২৬ টি গোডাউন ছিল চামড়ার। বিগত তিন-চার বছরে তার সংখ্যা অনেক কমেছে। আলম আনসারি এজন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে দায়ী করেছেন। আবদুল

হাসান, চামড়া গোডাউনের মালিকেরও একই মত- "মাল ভি নেহি আরাহা, দাম নেহি মিল রাহা, লেনেওয়ালা কোয়ি নেহি হ্যায়।"

২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে ভারতের চামড়াজাত দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ কমেছিল ৩ শতাংশ। ১.৩ শতাংশ রপ্তানি কমে ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষের প্রথম পর্বে। ২০১৩-১৪ সালে যেখানে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল কমবেশি ১৮ শতাংশ। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ ছিল চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা। ২০১৫-১৬ সালে ৫.৮৬ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ৯ বিলিয়ন ডলার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়।[২৫] আবদুল হাসানের মত চর্ম ব্যবসায়ীদের মতে এই লক্ষ এখন স্বপ্নের মত।

আর. জুনেজা, রিজিওনাল চেয়ারম্যান, কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টস, এর মত অনুযায়ী- চামড়া দেশের বাজার থেকে না পাওয়া গেলে আমাদের বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে সেক্ষেত্রে লাভের পরিমাণ থাকে সামান্য। ফলে তার প্রভাব দিনের পর দিন শিল্পের উপর পড়বে। এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে সমস্যা। কেন্দ্রীয় সরকারের চর্মশিল্প উৎপাদন নীতিতে পরিবর্তন হওয়া খুবই দরকার। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না হলে এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।

আমেরিকা, ফ্রান্সের বাজারে ভারতের চর্মজাত পণ্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে। প্রতিবেশী রাজ্য বাংলাদেশ, পাকিস্থান সেক্ষেত্রে অনেক বেশি লাভবান। ভারতের বড়ো বড়ো চামড়া শিল্পের ব্যবসায়ীদের একাংশ তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। তারা কাম্বোডিয়া বা ভিয়েতনামে চলে যেতে আগ্রহী। সেখানকার সরকার চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সহায়তা দিয়ে থাকে বলে তাদের দাবি।

বানতলা চর্মনগরীর ভবিষ্যৎঃ

তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশের কানপুর ও পশ্চিমবঙ্গের বানতলা শিল্পনগরীর ওপর ভরসা করে ফি বছর মোটা অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা আসে এই চর্মশিল্প থেকে। সেই শিল্পের এখন অশনি সংকেত। করোনার জেরে একই সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়েছে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য। চর্মনগরীর মালিক সংগঠনের কর্তারা জানিয়েছেন যে, যদি এভাবে আরোও কয়েক মাস চলতে থাকে, তাহলে ক্ষতির অঙ্ক পাঁচ থেকে ছয় হাজার কোটি টাকা ছাড়াবে। এই বক্তব্য ছিল মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ। কলকাতা চর্মনগরীতে বর্তমানে (২০১৯ এর হিসাব অনুযায়ী) টার্নওভার হয় ১৩,৫০০ কোটি

টাকা। রাজ্য সরকারের লক্ষ আগামী পাঁচ বছরে টার্নওভার ২৭,০০০ কোটি টাকায় পৌঁছানোর।[২৬] বর্তমান পরিস্থিতিতে এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব বলা চলে।

১৮ জুলাই, ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের নেওয়া অঙ্গিকার যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে বানতলা চর্মনগরীর সাফল্য নিশ্চিত। ৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের ইঙ্গিতও রয়েছে এখানে। এশিয়ার প্রথম 'সমন্বিত চর্মনগরী' (Integrated Leather Complex) সত্যিই কী 'কর্মদিগন্ত' হয়ে উঠতে পারবে। দেশে বেকারত্ব, আর্থিক সংকট, শিল্পে মন্দাজনক পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য বানতলা চর্মনগরীর মতো কেন্দ্রগুলির শ্রীবৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টস, কেন্দ্রীয় অর্থ ও শিল্প মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা। এই সংস্থাটি ২০১৭-২০২০ এই দীর্ঘ সময় জুড়ে Indian Footwear, Leather and Accessories Development Programme (IFLADP) নামক কর্মকান্ডটি চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৯ সালে ২৯ জানুয়ারী থেকে ৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত Indian Leather Week নামক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সি. এল. ই, চেন্নাইতে। দেখার বিষয় ভারতের চর্মশিল্প কী আবার মাথা তুলে দাড়াতে পারবে!

ভারতের চর্মশিল্পের ভবিষ্যৎ এখন অনেকাংশ নির্ভরশীল বানতলা কেন্দ্রিক ব্যবসার উপর। কানপুরের চর্মশিল্পের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা বানতলাকে আরোও বেশি জাগরিত করেছে। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার পর আশা করা যায় এই শিল্পকেন্দ্র আবার পুরানো অবস্থানে ফিরে যাবে। প্রচুর সংখ্যক মানুষের জীবন ও জীবিকার কেন্দ্র এই বানতলা চর্মনগরী। এশিয়ার বৃহত্তম চর্মশিল্পের প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে এগিয়ে চলেছে বানতলা। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কতখানি সাফল্য পাবে তা ভবিষ্যতই বলবে।

তথ্যসূত্র বাংলাঃ

১. ঘোষ, প্রশান্ত. ২০২০, 'বানতলায় করোনার করাল থাবা', এই সময় পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ৭.

২. ঘোষ, প্রশান্ত. ২০২০, 'দু'দিনে বাতিল ১,৫০০ কোটি টাকার চর্মজাত পণ্যের বরাত', এই সময় পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ১১.

৩. ঘোষ, প্রশান্ত. ২০১৯. 'অবৈধ চুল্লির দূষণে জেরবার চর্মনগরী', এই সময় পত্রিকা পৃষ্ঠা. ১২.

৪. ঘোষ, সুনন্দ. ২০১৮. 'কুম্ভে টানা বন্ধ ট্যানারি, গন্তব্য ফের পশ্চিমবঙ্গ', আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ১২.

৫. দে, প্রেমতোষ. ২০১৯. 'বানতলা চর্মনগরীতে পরিকাঠামো গড়তে ৫৪০ কোটি', বর্তমান পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ৪.

৬. প্রধান, কৌশিক. ২০১৯. 'বানতলা চর্মনগরীর পরিকাঠামো উন্নয়নে ৫৪০ কোটি খরচ রাজ্যের', এই সময় পত্রিকা পৃষ্ঠা. ৯.

৭. প্রধান, কৌশিক. ২০১৯. 'বানতলা চর্মনগরীর পরিকাঠামো উন্নয়নে ৫৪০ কোটি খরচ রাজ্যের', এই সময় পত্রিকা পৃষ্ঠা. ৭.

৮. প্রকৃতি: পরিবেশ কথা, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদ, অক্টোবর ২০১১- মার্চ ২০১২ সংখ্যা

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনাকী. ২০১৮. 'চোদ্দো আনার গন্ধে মার্কিন মুলুকে চর্মশিল্প', আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ৭.

১০. মিত্র, রঙ্গীত. ২০১৫. 'চামড়া শিল্প বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সম্ভাবনাময় শিল্প', শিল্পকেন্দ্রিক, পৃষ্ঠা. ৬-১৩.

১১. সাহু, মনিষ. ২০১৯. 'ভিটে বদল! উত্তরপ্রদেশের ট্যানারি মালিকরা সরছেন বাংলায়', দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পৃষ্ঠা. ৯.

১২. সিরাজ, অমিতাভ. ২০১৯. 'কানপুরের সঙ্কটে আশা যোগাচ্ছে বানতলা চর্মনগরী', আজকাল পত্রিকা, পৃষ্ঠা. ৮.

১৩. সিরাজ, অমিতাভ. ২০১৯. 'কানপুরের সঙ্কটে আশা যোগাচ্ছে বানতলা চর্মনগরী', আজকাল পত্রিকা, pp.6.

১৪. ইন্ডিয়ান ট্রেড পোর্টাল, Govt. of India, প্রদত্ত তথ্য ২০১৯.

১৫. দ্য কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টস প্রদত্ত ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের তথ্য অনুসারে

References: English

1. Acharya, N. 2019. 'Bengal allots 70 acres to 187 new tanneries', Business Standard India. pp.4.
2. Acharya, N. 2019. 'Bengal allots 70 acres to 187 new tanneries', Business Standard India. pp.4.
3. Central Pollution Control Board, Council of Leather Exports- এর রিপোর্ট, ২০১৮-২০২০
4. Dhruval, L. 1985. 'M.C. Mehta V. Union of India- Ganga Pollution Case: Case Summery', Law Times Journal.
5. Hoefe, N. 2017. 'Do leather workers matter?' A report by ICN. pp.43-48.
6. Kumar, R. 2019. 'Karmadiganta: five lakh jobs await at Bantala', The Statesman.
7. Leather Industry, West Bengal Industrial Development Corporation-এর দেওয়া তথ্য, ২০১৯
8. Leather Industry, West Bengal Industrial Development Corporation-এর রিপোর্ট, ৮ নভেম্বর, ২০১৩
9. Leather Industry, West Bengal Industrial Development Corporation-এর দেওয়া তথ্য, ২০১৯

10. Shodganga Inflibent-এর সমীক্ষা, Chapter IV 'The Calcutta Leadher Complex' pp.34 48.
11. Sinha, Koushik. 2019. 'Units turnover in CLC to double soon', Business Standard India, pp.28-31.

সাক্ষাৎকারঃ

১. রমেশ কুমার জুনেজা, রিজিওনাল চেয়ারম্যান, কাউন্সিল ফর লেদার এক্সপোর্টস, ১৮ জুলাই ২০১৯, বানতলা
২. ইমরান আহমেদ খান, জেনারেল সেক্রেটারি, কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স, ১৮ জুলাই ২০১৯, বানতলা
৩. আলম আনসারি, জেনারেল সেক্রেটারি, হাইড অ্যান্ড সিফন ট্রেডার এসোসিয়েশন, ২১ মার্চ ২০১৯, ট্যাংরা
৪. তাহির খুরশিদ, চর্ম ব্যবসায়ী, ২১ মার্চ ২০১৯, তোপসিয়া
৫. শাহিদ পারভেজ, চর্ম ব্যবসায়ী, ২৩ মার্চ ২০১৯, তোপসিয়া
৬. আবদুল হাসান, চর্ম ব্যবসায়ী, ২৩ মার্চ ২০১৯, পার্কসার্কাস
৭. পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় ৫০ জনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে জানুয়ারী, ২০১৬ জুয়াই, ২০১৯ সালের মধ্যে।

প্রান্তটীকাঃ

i. তামিলনাড়ুর ভানাইয়ামবাদি- অম্বুর অঞ্চল, উত্তরপ্রদেশের কানপুর ও আগ্রা এবং পশ্চিমবঙ্গের তোপসিয়া-ট্যাংরা-পার্কসার্কাস-তিলজলার চর্মশিল্পকেন্দ্র যার অধিকাংশ বর্তমানে বানতলাতে স্থানান্তরিত।
ii. PIL (No/3727/1985, M.C. Mehta vs. Union of India & Others).
iii. কুম্ভমেলা উপলক্ষে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ১৫ মার্চ ২০১৮, তিন মাস সমস্ত ট্যানারি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় উত্তরপ্রদেশ সরকার। অভিযোগ ছিল, ট্যানারির বর্জ্য থেকে দূষণ ত্রিবেণী পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে, যেখানে কুম্ভমেলার পুণ্যস্থান।
iv. 'The Directorate General of Foreign Trade' কেন্দ্রীয় অর্থ ও শিল্প মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রনাধীন। ১৯৯১ সাল থেকে দপ্তরটি 'Chief Controller of Imports and Exports' (CCI&E) নামে পরিচিতও। Section 5 of the Foreign Trade Act- 1992 অনুযায়ী পরবর্তী ৫ বছরের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নীতি নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে Foreign Trade Policy 2015-2020 কার্যকর, ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত অবশ্য এর মেয়াদ।

লেখক পরিচিতিঃ

সহ শিক্ষক, পোলেরহাট হাই স্কুল (উঃ মাঃ)